৪ ঢাকা শনিবার ১৭ ফাল্গুন ১৪০৯ ❐ ১ মার্চ ২০০৩

বাংলাবাজার পত্রিকা

The Banglabazar Patrika

আজ থেকে শিল্পী আবদুস সোবাহান হীরার একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী

আজ শনিবার থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর গ্যালারিতে শিল্পী আবদুস সোবাহান হীরার সপ্তাহব্যাপী 'জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী আয়োজিত হবে।

বিকেল ৫টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর গ্যালারিতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নাজমুল আহসান চৌধুরী, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

Living with geometric form

LIFE and time are two important elements of human life. It is betrothed with each other tremendously. Life talks about time and time talks about life as well. Hira's outstanding work indicates that life and time are two vital aspects of civilization.

In the development of human civilization, geometric form introduced by Pythagoras had influenced a lot that has been depicted in Hira's works which cover dissimilar geometric bodies like circle, arch, triangle, and rectangle. Structure of human face, movement and expression is another vital part of Hira's work.

On watching Hira's print, one may draw conclusion that Hira with an imaginative psyche is swirling like a planet in its own orbit. He is spell bounded by recognised human image and geometric form.

Both the entities have established a unity. Human figures with its naked anatomy, geometricization, various textures; all these elements are focused with primitive chapter of our civilization. Gloominess, enjoyment, hopefulness, and desolation- all these elementary expressions are noticeable in Hira's human face.

He says, "Civilization has been changing gradually while men are realizing its impact slowly but steadily. Edification, vogue, require, intellectuality, supremacy- these things are now basic part of modern civilization."

Like other contemporary print makers of his time, Hira has taken an attempt to portray in his work a mental state of human being, which we are searching for a long time.

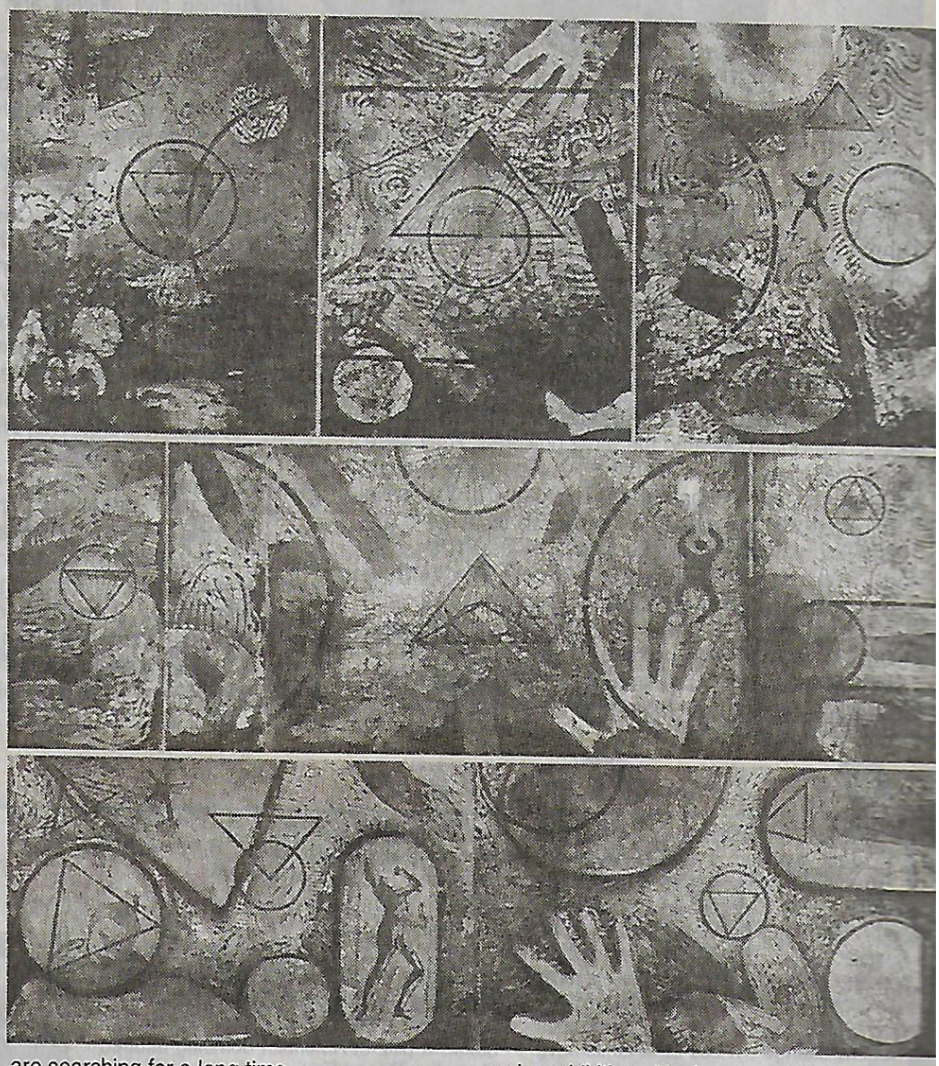

Hira got many awards from different organizations. Shilpakala Academy is now holding his solo exhibition. He is a graphic designer of BTV. ■

-Cultural Reporter

দৈনিক
দিনকাল
ঢাকা শনিবার ১৭ ফাল্গুন ১৪০৯ বাংলা

আজ শুরু হচ্ছে শিল্পী সোবাহান হীরার একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী

আজ ১ মার্চ থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর গ্যালারিতে শিল্পী আবদুস সোবাহান হীরার সপ্তাহব্যাপী 'জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে।

ইনকিলাব
শিক্ষা
ঢাকা, সোমবার, ২৬ ফাল্গুন ১৪০৯, ১০ মার্চ ২০০৩

জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্প

এ প্রজন্মের চিত্রশিল্পী আবদুস সোবহান হীরা চারুকলা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত করেছেন। প্রিন্ট মেকিং বিভাগের ছাত্র হীরা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এমএফএ ডিগ্রী লাভ করেন। এ যাবৎ তিনি ৫০টিরও অধিক যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। চিত্রকলার উপর বিভিন্ন কর্মশালা ছাড়া বিদেশের প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ করেছেন। দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানে হীরার চিত্রকর্ম শোভা পাচ্ছে। পুরস্কৃতও হয়েছেন অসংখ্যবার। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকায় নিয়মিত কার্টুন এঁকে প্রশংসিত হয়েছেন। এখনও কার্টুন করে চলেছেন। বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে। এ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গেও রয়েছে তার সম্পৃক্ততা। চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিল্পীর সৃজনশীল কাজের বহিঃপ্রকাশ তো রয়েছেই।

১ জানুয়ারী থেকে ৭ জানুয়ারী ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীর গ্যালারিতে হয়ে গেল আবদুস সোবাহান হীরার একক প্রিন্ট প্রদর্শনী। Etching মাধ্যমে করা এ কাজের নামকরণ করেছেন Image of life and time জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্প। প্রদর্শনীতে ৪০টি চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে। সময় মানুষের জীবন সমাজ এবং প্রকৃতি একই নিয়মের নিগড়ে বাধা। সময়ের গতি প্রবাহের মতই সবকিছু প্রবাহমান। মানুষের জীবনের সঙ্গে যেমন প্রকৃতির মিল রয়েছে আবার জীবনের সঙ্গে রয়েছে সময়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। চলমান সময়ে যেমন উষ্ণতা, শীতলতা, আলো-ছায়া, ঝড়-ঝঞ্জা ইত্যাদি রয়েছে তেমনি মানব জীবনের হতাশা-আনন্দ-দুর্ভাবনা উচ্ছলতা আছে ঠিক তেমনি প্রকৃতিকেও জীবন থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। রহস্যময় বিচিত্র প্রকৃতি কখনও শান্ত কখনও বিক্ষুব্ধ, কখনও স্নিগ্ধ-কোমল কখনও বা দুর্বার। জীবনের সঙ্গে সমাজ আর সমাজ জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের অসাধারণ চিত্রকল্প তৈরী করেছেন হীরা। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের বিবর্তন তুলে ধরেছে হীরা তার শিল্পকর্মে। জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিরূপ এচিং লিথোগ্রাফ উডকাঠের মাধ্যমে জ্যামিতিকীকরণ, নগ্নরেখার মানুষী দেহ, টেক্সচার মিলিয়ে শিল্পী এক অনবদ্য অপরিচিত পৃথিবী তৈরী করেছেন। আমাদের চারপাশের চেনা মানুষ আর জ্যামিতিক গড়নের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথাই যেন বলতে চেয়েছেন। বর্তমান অস্থির পৃথিবীতে মানুষ ব্যাপকভাবে আত্মকেন্দ্রিক। জ্যামিতির

রেখায় কি সীমাবদ্ধ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ইঙ্গিত করা হয়েছে? নাকি এ সকল অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। তবে যে কথাটি না বললেই নয়, একজন সৃজনশীল শিল্পীর স্বাক্ষর প্রতীয়মান হয়েছে জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্পে। শিল্পীর চিন্তা শক্তির প্রকাশ ঘটেছে ব্যক্তিক্রম বৈশিষ্ট্যে জ্যামিতি বহুল শিল্প ভাষায় ছাপচিত্রের মাধ্যমে। যা চিত্রপ্রেমী দর্শকদের খানিকটা ভাবিয়ে তুলবে। অন্য এক জীবন জগতের সন্ধান দেবে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও দর্শক মানব জীবন, প্রকৃতি এবং সময়ের সম্পর্কের কথা চিন্তা করবে। শিল্পীর তীক্ষ্ণ জীবানুভূতি অসাধারণ হয়ে উঠেছে বিভিন্ন কাজের মধ্যে।

❑ মাসুদ কামাল হিন্দোল

দৈনিক
ইত্তেফাক

ঢাকা শনিবার, ১৭ ফাল্গুন, ১৪০৯
Saturday, 1 March, 2003

নগর সংস্কৃতি

জীবন ও সময়ের চিত্রকল্প

আজ শিল্পকলা একাডেমীর গ্যালারীতে শিল্পী আব্দুস সোবহানের ৭দিনব্যাপী 'জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী শুরু হবে। বিকেল সাড়ে ৫টায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন। ৭ই মার্চ পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকবে।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
শনিবার ০১ মার্চ ২০০৩

আজ শিল্পী হীরার একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী শুরু

শিল্পী আবদুস সোবহান হীরার সপ্তাহব্যাপী 'জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী আজ থেকে শিল্পকলা একাডেমী গ্যালারিতে শুরু হচ্ছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন বিকাল ৫টায় এর উদ্বোধন করবেন। প্রদর্শনী আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা এবং শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুগান্তর রোববার ০২ মার্চ ২০০৩

আবদুস সোবাহানের ছাপচিত্র প্রদর্শনী শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

ছাপচিত্রের মাধ্যমে মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন অধ্যায়কে পরিস্ফুট করেছেন শিল্পী আবদুস সোবাহান। শিল্পকলা একাডেমীর গ্যালারিতে শিল্পীর 'জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী ছাপচিত্র প্রদর্শনী শনিবার শুরু হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. আশরাফ সিদ্দিকী, শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হক ও শিল্পসমালোচক মঈনুদ্দীন খালেদ। সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক আহমদ নজীর। প্রদর্শনী ৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা এবং শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য খোলা থাকবে।

2 THE BANGLADESH OBSERVER

DHAKA SATURDAY MARCH 1, 2003

National News

The inaugral function of a week long solo painting exhibition on "Image of life and time" by artist Abdus Sobahan Hira will be held at 5 p.m. today (Saturday) at Bangladesh Shilpakala Academy gallery.

******

The New Nation

Dhaka, Saturday, March 1, 2003

Solo Impression exhibition of Abdus Sabhan Hira

From March 1, 2003, a week-long (Art) Impression exhibition of artist Abdus Sabhan Hira will be held at Bangladesh Shilpakala Academy Gallery, says a press release.

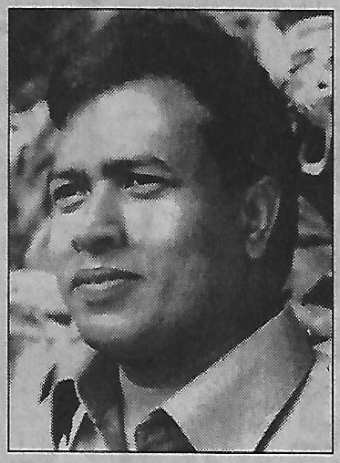

Power, Energy and Mineral Resources state Minister A.K.M. Mosharraf Hussain MP will inaugurate the exhibition titled: Jibon O Samayer Chitrakalpa (Art for life and time) at 5 PM today. Nazmul Ahsan Chowdhury, Secretary, Cultural Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh and educationist Dr. Ashraf Siddique will remain present as the special guests.

The lovers of art have access to the gallery every day from 11 'O clock to the 10 'O clock and on Friday from 15 'O clock to 19 'O clock'.

শুক্রবারের
সাহিত্য সাময়িকী
প্রথম আলো
ঢাকা শুক্রবার, ৫ বৈশাখ ১৪১০
১৮ এপ্রিল ২০০৩

প্রদর্শনী

ঘেরাটোপ বদলের জ্যামিতি

ইব্রাহিম ফাত্তাহ্

'জীবন ও সময়ের চিত্রকল্প' শীর্ষক একটি ছাপচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো ঢাকার শিল্পকলা একাডেমী গ্যালারিতে, গত ১-৯ মার্চ। তরুণ শিল্পী আবদুস সোবাহান হীরার প্রথম একক এটি।

কাজগুলো ১৯৯৪ থেকে প্রায় সাম্প্রতিক সময়কালের। বেশির ভাগই এচিং, কিন্তু উডকাট, ড্রাইপয়েন্ট ও লিথোগ্রাফও ছিল। আবদুস সোবাহান হীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাপচিত্র বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর করেছেন ১৯৯৫ সালে। কিছু স্বীকৃতিও পেয়েছেন। যেমন, নিরীক্ষামূলক ছাপাইয়ের জন্য একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৯৯৮ সালে দ্বাদশ নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীতে সম্মান পুরস্কার তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি।

হীরার ছাপাইয়ের আকৃতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আনুভূমিক। একাধিক জিঙ্ক প্লেট ব্যবহার করে একটি ছবি করেছেন। কোনো ছবি উপস্থাপিত হয়েছে প্যানেলের মতো, কোনো কোনোটা আবার একীভূত। মানুষের অবয়ব, উত্থিত হাত, ঝরাপাতা, টুকরো পাথর, বহুগামী রেখার দোলাচল শিল্পীর ছাপাই চিত্রপটে।

তবে তার কাজে সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে জ্যামিতিক ফর্মের। বিশেষ করে বৃত্ত ও ত্রিভুজের প্রচুর ব্যবহার। পরিচ্ছন্ন, নিট করে এসব ফর্মের প্রয়োগ করে জমিনের বাকি অংশে নানা রেখা ও চিহ্নের খেলা খেলেছেন স্বচ্ছন্দে। প্রথম পর্যায়ের কাজে চিত্রী বেশ হিসেবি, কাজের প্রিন্ট নেওয়া ও বিষয় নির্বাচনে সতর্ক।

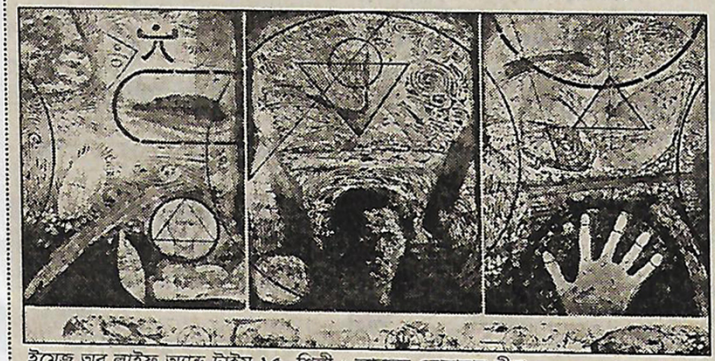

ইমেজ অব লাইফ অ্যান্ড টাইম ১৫, শিল্পী : আবদুস সোবাহান হীরা

সাম্প্রতিককালের ছাপাই ছবিতে দেখা যাচ্ছে শিল্পী অনেক বেশি খোলামেলা, সাবলীল। হীরার বিষয়বস্তু 'জীবন ও সময়ের চিত্রকল্প'। এত গভীর একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অজস্র ছবি আঁকা যায়। গত পাঁচ-সাত বছর ধরে শিল্পী একই বিষয় নিয়ে এঁকে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে এই সিরিজে শতাধিক কাজ করেছেন।

উপরিতলের বাস্তবতা নয়, অন্তর্লোকের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চান হীরা। বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে ছবির জমিনে ফর্ম ও ফিডারের প্রয়োগ, রেখার নানামুখী নৃত্য, আলোছায়া ও বর্ণের পরিমিত প্রয়োগ এবং কম্পোজিশন সব মিলিয়েই তার কাজ দৃষ্টিনন্দন। ছাপাই টেকনিকেও শিল্পীর ধারাবাহিক সাফল্য লক্ষ করা যায়। ছাপাই চর্চার এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা দরকার। কথাটা এই জন্য বলা, ইদানীং দেখা যাচ্ছে বেশ কজন ছাপচিত্রী মাধ্যম বদলে ফেলেছেন, প্রায়শই তারা মিশ্রমাধ্যম বা অন্যান্য মাধ্যমে ছবি আঁকছেন। ছাপাই তেমন করছেন না।

হীরা ছাপাই নিয়েই আছেন এটা ভালো লক্ষণ। নিজস্ব একটি চিত্রভাষার দিকে অনেকদূর এগিয়েছেনও। অবয়ব ও জ্যামিতিক গড়নের দুই রূপকে একসঙ্গে প্রকাশ করে তার মধ্যে অন্ত্যমিল খোঁজেন শিল্পী।

আমরা তো জ্যামিতির মধ্যেই বসবাস করছি। মাথার ওপর ছাদ। বর্গাকার কিংবা আয়তাকার ঘর, এক ঘেরাটোপ থেকে অন্য ঘেরাটোপে আমাদের বসবাস-চলাচল। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কেবল ঘেরাটোপ বদলে বদলে চলা।

মানবজীবনের এই সংক্ষিপ্ততার ইঙ্গিত পাই তার কাজে মানুষী অবয়বের দুঃখার্ততায়। তবু যাবতীয় জ্যামিতিক সীমা অতিক্রম করে মানুষের অগ্রসরমানতার আভাস আমরা পেয়ে যাই তার ছাপাই থেকেই। জীবনের এই ইতিবাচকতা নিয়ে শিল্পী তার চর্চা অব্যাহত রাখুন।

সংবাদ

১২

ঢাকা ঃ শনিবার ১৭ই ফাল্গুন ১৪০৯ ◆ Dhaka : Saturday 1 March 2003

○ শিল্পকলা একাডেমী ঃ শিল্পী আবদুস সোবহান হীরার 'জীবন এবং সময়ের চিত্রকলা' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী একক চিত্র প্রদর্শনী শুরু বিকেল ৫টায় অ্যাকাডেমি গ্যালারিতে।

সংবাদ

১২

ঢাকা ঃ রোববার ১৮ই ফাল্গুন ১৪০৯ ◆ Dhaka : Sunday 2 March 2003

সংস্কৃতি সংবাদ

শিল্পকলায় ছাপচিত্র আর জাদুঘরে নিদর্শন প্রদর্শনী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শিল্পী আবদুস সোবাহান হীরার ছাপচিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। শিল্পকলা একাডেমীতে আয়োজিত ৭ দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী হয়েছে শনিবার বিকেলে। জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্প শিরোনামের প্রদর্শনীটি চলবে ৭ই মার্চ পর্যন্ত।

নবীন শিল্পী আবদুস সোবাহান হীরা তার ছাপচিত্রগুলোতে সময়কে ধরতে চান। সময়কে ঠিক যেভাবে দেখা যায়, সবাই সময়কে যেমন করে দেখে, হীরা তেমন করে দেখেন না। দেখতে চানও না। হীরা সময়ের ভেতরকার রূপটিকে তুলে আনতে চান তার ছবিতে। ভেতরকার রূপটিকে দেখতে অন্তর্দৃষ্টি লাগে নিশ্চয়ই। দেখলেই তো হলো না। সেই দেখাটিকে তার ভাবনার সঙ্গে, বোধের সঙ্গে, প্রবণতার সঙ্গে, অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশ তো করতে হয়। এ প্রকাশ করতে গিয়েই হীরা তার ছাপচিত্রে তৈরি করেন তার নিজস্ব শিল্পভাষা। সংস্কৃতি ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

সংস্কৃতি ঃ শিল্পকলায়

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শিল্প সমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ হীরার প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত সুভ্যেনিরে লিখেছেন হীরার কাজের দিকে তাকালে একজন শিল্প রসিকের প্রথমে মনে হবে একটি সৃজনশীল মন যেন কোনো গ্রহের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রহের মতো বিচরণশীল সৃজণি এ মনটিই তার আপন পথে ঘুরতে ঘুরতে যাপিত জীবনের টুকরো টুকরো ছবিগুলো তুলে নেয়। চেনা মানুষের মুখ অচেনা লাগবে তার ছবিতে। কারণ চেনা মানুষের মুখটিতে চেনা মুখটি নেই, আছে তার হৃদযন্ত্রের অনুরণন।

সংবাদ সাময়িকী

২০ মার্চ ২০০৩ ❖ ৬ চৈত্র ১৪০৯

তরুণ ছাপচিত্রী হীরার প্রথম একক, সময় ও জীবনের জটাজাল

জাহিদ মুস্তাফা

সময়ের জটিল আবর্তন ঘিরে চলমান আমাদের জীবন। আমাদের সুখ-দুঃখের সারাৎসার নিয়ে শিল্প রচনায় ব্রতী হয়েছেন অনেকেই। এ ধারায় আরেকটি নাম সংযোজিত হলো। আবদুস সোবাহান হীরা–তরুণ শিল্পী। ছাপচিত্র তার মাধ্যম। ছাপচিত্রের মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন জীবন ও সময়ের চিত্রকল্পকে।

সময় এক বিশাল ক্যানভাস। তার শুরু ও শেষ কোথায় এই খোঁজ করা জটিল এক প্রক্রিয়া। তেমনি মানব জীবনও তো এক মহাকাব্য। জন্ম থেকে আমৃত্যু সহনীয়র জন্য অসহনীয়র বিরুদ্ধে লড়াই। সময়ের বিশাল নিগড়ে জীবনের চলমানতাকে নিয়ে অনুধ্যান করা, তাকে চিত্রপটে তুলে আনার প্রচেষ্টা এক গভীর জীবনবোধেরই আভাস দেয়। তরুণ শিল্পী হীরা তার কতোটা অর্জন করেছেন, জীবনের গভীরতা কতোটুকুই বা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন, এখনই তা নিশ্চয় করে বলা মুশকিল। তবে অতলস্পর্শী গভীর এই বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়ার ফলে সময় ও জীবনের বিশাল ক্যানভাসকে তার মানসপটে নিশ্চয়ই অনুভব করতে হয়েছে। তার সাক্ষর পাই হীরার ছাপচিত্রকলায়। ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর গ্যালারিতে গত ১লা মার্চ থেকে গত ৯ই মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো তরুণ শিল্পী আবদুস সোবহান হীরার প্রথম একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী। শিল্পীর বর্তমান বয়স ৩২। জন্মগ্রহণ করেছেন ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায়। কৃতিত্বের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাপচিত্র বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সমাপ্ত করেছেন ১৯৯৫ সালে। দেশে-বিদেশে আয়োজিত অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। কয়েকটি পুরস্কারও পেয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত দ্বাদশ জাতীয় নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীতে ছাপচিত্রে সম্মান পুরস্কার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট আয়োজিত শিক্ষার্থী শিল্পীদের বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে দু'দু'বার ছাপচিত্রে নিরীক্ষামূলক কাজের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেছেন যথাক্রমে ১৯৯৭ ও ২০০০ সালে। তার চিত্রকর্ম সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাপানের তামা আর্ট ইউনিভার্সিটি ও মালয়েশিয়ার সেন্ট্রাল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। এই তরুণ বয়সেই তার এই প্রাপ্তি ও স্বীকৃতি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক বইকি।

এখন তাকানো যাক, তার চিত্রপটের দিকে। কেমন ছবি আঁকেন, কি আঁকেন, কিইবা প্রকাশ করতে চান? তার চিত্রপট, চিত্রাভাস পড়ে উপলব্ধি করি তিনি মানব মনের জটিল জ্যামিতি অনুসন্ধিৎসু। উপরিতলের সমাজ ও তার কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মানব ও মানবমনের অন্তস্থলকে ধরতে চাইছেন শিল্পী। ফর্ম হিসেবে তার অধিক পক্ষপাতি জ্যামিতিক নানা ফর্ম বিশেষত ত্রিভূজ, বৃত্ত ও বর্গের প্রতি। উপরিতলের জমি বিভাজন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তার সঙ্গে নানা নগ্ননিমগ্ন রেখা, খোদাই টেকনিক, তক্ষণ প্রয়োগ করে তামাটে কিংবা সবুজাভ, কালচে বর্ণতে যে ছাপচিত্র তুলে ধরেন তার কলাকৈবল্য রূপভেদ করে বিকশিত হয় এক সৃষ্টিশীল জগৎ যা সমকালের চলমানতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েও যেন ভিন্ন একটি জগতের সন্ধান দিচ্ছে আমাদের। ঠিক যেন আমাদের চিরচেনা ও দেখার বাস্তবিক সমাজ ও মানুষ কেবল নয়, আরো গভীরে অন্তর্লোকে তাদের অবস্থান। ফলে শিল্পী আবদুস সোবহান হীরার কাজ একদিকে দেশানুগ হয়েও আবার আন্তর্জাতিক। তবে তার কাজে আনন্দের উপলক্ষ বড়ো কম, বরং তাতে এক ধরনের বিষণ্নতা বিরাজ করে। শান্ত, সমাহিত বিষণ্নতার এক করুণ সুর অনুরণিত হয় শিল্পীর এক চিত্রপট থেকে অন্যটিতে।

আমরা এমন এক ক্ষয়িষ্ণু সময় অতিক্রম করছি যখন আমাদের মানবিক মূল্যবোধ সঙ্কটাপন্ন, মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচিন্তার বদলে রাজনৈতিক পক্ষপাতই যখন আদরণীয়, তখন সমাজ পরিণত হয় বন্ধ্যায়। ক্রমশ সুকৃতির সৌকর্য হারিয়ে আমরা যেন নিজেরাই বেছে নিচ্ছি চিন্তাজড়তা, দার্শনিক চেতনার গভীরতা উপেক্ষা করে আমরা বেছে নিচ্ছি বিত্তহীন বৈভবের সাধারণ সূত্রকে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে অস্থিরতা, রাজনীতি হয়ে পড়েছে দুর্বৃত্তায়িত, উপরতলার সিঁড়ি বেয়ে যেকোন মানুষ উঠতে চাইছে যেনতেন উপায়ে, ফলে পতনের হারও আশঙ্কাজনক! এরকম একটি অন্তর্গত সত্য প্রকাশ পেয়েছে হীরার ছাপাই ছবিগুলোয়। আমরা যেভাবে চলছি, সেই চলমানতাই সব নয়, আরো অনেক গভীর এই জীবন এই বোধ আমরা আবারো উপলব্ধি করি তার ছাপাই ছবিগুলোর দিকে তাকালে।

জাগতিক সীমাবদ্ধতা তিনি ঠিকই তুলে ধরেন জ্যামিতিক ফর্মের কুশলী প্রয়োগে। এই জ্যামিতি ভেঙে তার মানুষগুলো বেরিয়ে যেতে চাইছে অসীমতার খোঁজে। আবার কোন কোন ছবিতে অবয়বসমূহই যেন জ্যামিতির সীমিত পরিসরের সঙ্গে এমন মানিয়ে গেছে, যেন তারা আপন বলয়ের গৃহী। তার বাইরের জীবন ব্যাপ্তিকে নির্দেশ করে শিল্পী সেই বৃত্তবদ্ধ সাদামাটা জীবনকে দার্শনিক গভীরতায় রূপান্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এভাবেই শিল্পী হীরার সময় জীবনের চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে গভীর অর্থবহ।

ছাপচিত্রের কলাকৌশলের শিক্ষা নেয়া, তার যথার্থ প্রয়োগ করে চিত্র নির্মিতির কঠিন পথ পাড়ি দেয়া জটিল এক প্রক্রিয়া। এ কারণেই দেখা যায় আমাদের অনেক ছাপচিত্রী পরবর্তীতে মাধ্যমের রূপান্তর ঘটান। ছাপচিত্রী হিসেবে শিল্পী জীবন শুরু করে। পরে অন্য মাধ্যমে থিতু হয়েছেন বা হচ্ছেন এমন শিল্পীর সংখ্যা একেবারে কম নয়। ফলে দেখা যাচ্ছে– আমাদের দেশের ছাপচিত্রকলা যেভাবে অগ্রসর হবার কথা, তা হচ্ছে না। এই বিষয়টির প্রতি তরুণ শিল্পী আবদুস সোবহান হীরা ও তার সতীর্থরা নজর রাখবেন বলে আশা করি।

হীরার প্রথম একক ছাপচিত্র প্রদর্শনী সার্বিক অর্থেই সার্থক এক কর্মপ্রচেষ্টা। তার শিক্ষার্থী জীবনের প্রায় গোড়া থেকে অর্থাৎ সেই ১৯৯৪-৯৫ সময়কালের কাজ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কিছু কাজ মিলিয়ে এ প্রদর্শনী হলো। শিল্পী হিসেবে সূচনা থেকে শুরু করে সমকালীন অবস্থানকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। শুরু থেকেই তিনি প্রতিশ্রুতিশীল, এখনো সেই আশাবাদ ধরে রেখেছেন।

শিল্পীর মাধ্যম মূলত এচিং। কিছু ড্রাই পয়েন্ট, উডকাট ও লিথোগ্রাফেও কাজ করেছেন। এচিংয়েই তাকে অধিক সাচ্ছন্দ মনে হয়েছে। টেকনিক প্রয়োগে তার দক্ষতা এবং বর্ণ বাছাই ও লেপনের ক্ষেত্রে তার পরিমিতিবোধ প্রশংসার্হ। তার আরো সাফল্য আসুক। ■

Independent
11 April 2003

WEEKEND

YES, WE WILL !

Abdus Sobahan
Lecturer
Dept. of fine Arts
University of Rajshahi

Living with geometric forms

by Md. Takir Hossain

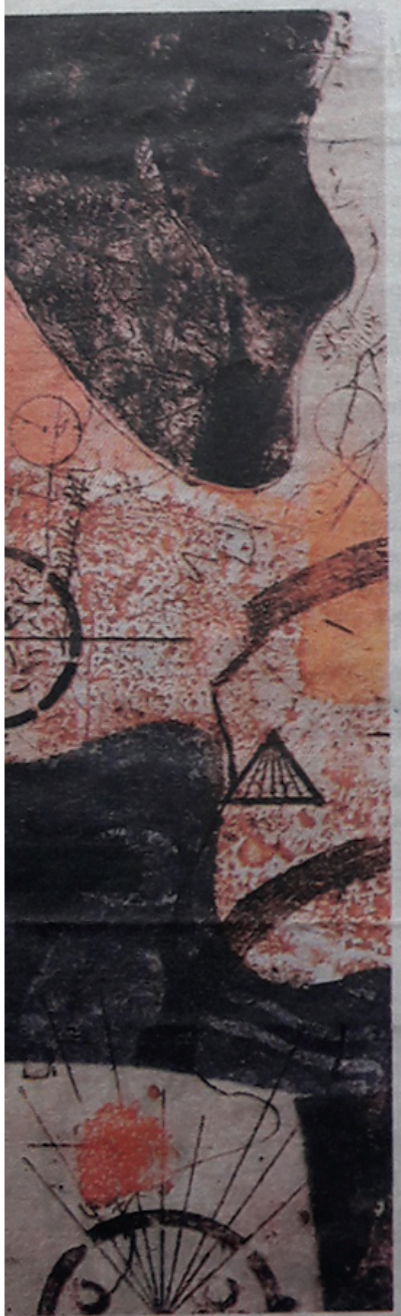

nage of life-3, Etching

Life and time are two inter-related universal factors. Life takes on meaning when measured by time, while time has no meaning *unless* there is life. Life and time – are also imperative constituents of civilisation. And Md Abdus Sobahan Hira, a graphic designer of BTV, depicts these elements – predominant in bringing about human evolution – in his most outstanding works.

Image of life and Time-72

Civilisation has been forged with the introduction of the geometric form – an exciting voyage of discovery in the knowledge of Mathematics that began from the time of Pythagoras. Sobahan Hira has been using dissimilar geometric bodies like circles, arches, triangles and rectangles to portray structures of the human face, its complex movements and diverse expressions.

Looking at Sobahan Hira's prints one will come to the conclusion that an imaginative psyche is similar to a planet and, naturally, has its own orbit of influence and movement. The painter finds himself spellbound by the range of geometric projections that is possible with the human figure – the human figure with its dazzlingly beautiful anatomy.

Gloominess, enjoyment, hopefulness, desolation — all such elementary expressions have been noticeable on Sobahan Hira's human faces. He notes, "With the growth of different kinds of civilisation humans have gradually been developing. And the impact is positive, though slow and steady."

No single figure can hope to symbolise the constantly fluctuating shapes of reality. And so his works are a compound of unfamiliar and different forms and motifs. Similar to some other contemporary print makers of his time, Hira has attempted to portray in his works, that serene and sagacious mental state, which human beings have been searching for since life and time began.

Hira, who has earned many an award, recently held a solo exhibition of his works, organised by the Shilpakala Academy.

Image of life and Time-78

Image of life and Time-82

Independent